পারা ১৭

সূরা আম্বিয়া-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১২
রুকূ ঃ ৭

(১) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ (২) مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ

১। ইক্ব্ তারবা লিন্না-সি হিসা-বুহুম্ অহুম্ ফী গফ্‌লাতিম্ মু''রিদূন্। ২। মা-ইয়া''তী হিম্ মিন্

(১) মানুষের হিসাব-নিকাসের সময় অত্যাসন্ন কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ২। তাদের নিকট তাদের

ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ (৩) لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ

যিক্‌রিম্ মির্ রব্বিহিম্ মুহ্‌দাছিন্ ইল্লাস্ তামা'উহু অহুম্ ইয়াল্'আবূন্। ৩। লা-হিয়াতান্ ক্বু-লূবুহুম্ ;

রবের পক্ষ থেকে যখনই নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা ক্রীড়াচ্ছলেই তা শ্রবণ করে। (৩) তারা থাকে অন্যমনস্ক।

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ

অআসার্‌রুন্নাজ্ব্ ওয়াল্ লাযীনা জোয়ালামূ হাল্ হা-যা ~ ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ আফাতা''তূ নাস্

জালিমরা পরস্পর কানাকানি করে যে, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, এর পরও কি তোমরা জেনে শুনে

السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (৪) قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ز

সিহ্‌র অআন্‌তুম্ তুব্‌ছিরূন্। ৪। ক্বা-লা রব্বী ইয়া'লামুল্ ক্বওলা ফিস্ সামা —য়ি অল্ আরদ্বি

যাদুর কবলে পড়বে? (৪) সে (রাসূল) বলল, আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সব কথাই আমার রব অবগত আছেন; তিনি সব

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (৫) بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ

অ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৫। বাল্ ক্বা-লূ ~ আদ্বগা-ছু আহ্‌লা-মিম্ বালিফ্ তার-হু বাল্ হুঅ শা-'ইরুন্

কিছু শুনেন, জানেন।(৫) বরং তার এররূপও বলে যে, এ তো অলীক কল্পনা; না তাও নয় বরং সে এটা নিজে বানিয়েছে, বা সে

فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ (৬) مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ

ফাল্‌ইয়া'' তিনা-বিআ-ইয়াতিন্ কামা~ উর্‌সিলাল্ আউঅলূন্। ৬। মা ~ আ-মানাত্ ক্বব্‌লাহুম্ মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিন্ আহ্‌লাক্‌না-হা-

একজন কবি। নচেৎ সে নিজে পূর্বের রাসূলদের মত কোন নিদর্শন আনুক। (৬) তাদের পূর্বে যে সকল জনপদ আমি ধ্বংস

اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ (৭) وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ

আফাহুম্ ইয়ু'মিনূন্। ৭। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-ক্বাব্‌লাকা ইল্লা-রিজ্বা-লান্ নূহী ~ ইলাইহিম্ ফাস্‌য়ালূ ~ আহ্‌লায্

করেছি, তারা কেউই ঈমান আনে নি; এরা কি করবে? (৭) আর আমি আপনার পূর্বে অহীসহ কেবল মানুষই পাঠিয়েছি, না

টীকা ঃ ১। আয়াত-১ঃ এখানে কৃতকর্মের হিসাবের দিন দ্বারা হয়ত কিয়ামত দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে কিয়ামতের দিবস নিকটবর্তী। কেননা, মুহাম্মদ (ছঃ)-এর উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। অথবা এর দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী কবরের হিসাবকে বুঝান হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর মুহূর্তেই এ হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার পরকাল বলা হয়েছে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২ঃ যারা পরকাল ও কবরের আযাব হতে বেখবর এবং সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটি তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসলে এবং পঠিত হলে- তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের মন আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। (মাঃ কোঃ)

الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا

যিক্‌রি ইন্ কুন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্। ৮। অমা-জ্বা'আল্‌না-হুম্ জ্বাসাদাল্লা-ইয়া''কুলূনা ত্বোয়া'আ-মা অমা-

জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। (৮) আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নি, যে তারা খায় না; আর তারা

كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا

কা-নূ খ-লিদীন্। ৯। ছুম্মা ছোয়াদাক্বু-না-হুমুল্ অদা ফাআন্‌জ্বাইনা-হুম্ অমান্ নাশা — য়ু অআহ্‌লাক্‌নাল্

চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) তারপর তাদেরকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করলাম, তাদেরকে ও যাছাইকৃতকে মুক্তি দিয়ে জালিমদেরকে

الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ وَكَم

মুস্‌রিফীন্। ১০। লাক্বদ্ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকুম্ কিতা-বান্ ফীহি যিক্‌রুকুম্; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ১১। অকাম্

ধ্বংস করলাম। (১০) তোমাদেরকে উপদেশ সম্বলিত কিতাব দিলাম, তারপরও কি তোমরা বুঝবে না? ১১। আমি বহু

ع ১০ ১ রুকু

قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا

ক্বাছোয়াম্‌না-মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিন্ কা-নাত্ জোয়া-লিমাতাঁও অআন্‌শা''না-বা'দাহা-ক্বওমান্ আ-খরীন্। ১২। ফালাম্মা ~ আহাস্‌সূ

জনপদকে ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ছিল জালিম। অতঃপর সেখানে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। (১২) যখন সে জালিমরা

بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ

বা''সানা ~ ইযা-হুম্ মিন্‌হা- ইয়ার্‌কুদ্‌ূন্। ১৩। লা-তার্‌কুদ্‌ূ ওয়ার্‌জ্বি'উ ~ ইলা-মা ~ উত্‌রিফ্‌তুম্

আমার শাস্তি দেখল তখনই তারা পালাতে ছিল।(১৩) পালিও না, তোমরা তোমাদের আবাসে ফিরে যাও, যাতে তোমরা মত্ত

فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا

ফীহি অ মাসা-কিনিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুস্‌য়ালূন্। ১৪। ক্বু-লূ ইয়া-অইলানা ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ১৫। ফামা-

ছিলে যেন জিজ্ঞাসিত হও।(১৪) তারা বলল, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তো অবশ্যই জালিম ছিলাম! (১৫) এভাবে

زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ

যা-লাত্ তিল্‌কা দা'ওয়া-হুম্ হাত্তা-জ্বা'আল্‌না-হুম্ হাছীদান্ খ-মিদীন্। ১৬। অমা-খলাক্বু-নাস্ সামা — য়া

তাদের চিৎকার চলছিল, যতক্ষণ না কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ করেছি।(১৬) আর আসমান, যমীনও, তদন্তু সবকিছু

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن

অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা-লা-'ঈবীন্। ১৭। লাও আরদ্‌না ~ আন্ নাত্তাখিযা লাহ্‌ওয়াল্ লাত্তাখয্‌না-হু মিল্

আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি।(১৭) আমি যদি খেলনা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতাম, তবে নিজের নিকট থেকেই করতাম,

لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا

লাদুন্না ~ ইন্ কুন্না-ফা-'ঈলীন্। ১৮। বাল্ নাক্বযিফু বিল্‌হাক্বি 'আলাল্ বা-ত্বিলি ফাইয়াদ্‌মাগুহু ফাইযা-

তা আমি কখনও করি নি। (১৮) বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যায় আঘাত হানি, ফলে মিথ্যা চূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়;

هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

হুঅ যা-হিক্ব; অলাকুমুল্ অইলু মিম্মা–তাছিফূন্। ১৯। অলাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব;
আর তোমরা যা বলছ তার জন্য দুর্ভোগ তোমাদের। (১৯) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই; আর

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

অ মান্ 'ইন্দাহূ লা-ইয়াস্ তাক্বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতিহী অলা-ইয়াস্তাহ্সিরূন্। ২০। ইয়ুসাব্বিহূনাল্ লাইলা
আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যারা আছে তারা ইবাদতে অহংকার করে না, ক্লান্তও হয় না।(২০) তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতাও মহিমা

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ٢٢ لَوْ

অন্নাহা-র লা-ইয়াফ্তুরূন্। ২১। আমিত্তাখযূ ~ আ-লিহাতাম্ মিনাল্ আর্দ্বি হুম্ ইয়ুন্শিরূন্। ২২। লাও
বর্ণনা করে ক্ষান্ত হয় না। (২১) তারা কি মাটি দিয়ে তেরি দেবতা গ্রহণ করেছে, তারা তাদেরকে সৃষ্টি করবে? (২২) যদি

كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ✩

কা-না ফীহিমা ~ আ-লিহাতুন্ ইল্লাল্লা-হু লাফাসাদাতা- ফাসুব্হা-নাল্লা-হি রব্বিল্ 'আরশি 'আম্মা-ইয়াছিফূন্।
আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হত। তাদের বক্তব্য হতে আরশের রব পবিত্র।

٢٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٤ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ

২৩। লা- ইয়ুস্য়ালূ 'আম্মা -ইয়াফ্ 'আলু অহুম্ ইয়ুস্য়ালূন্। ২৪। আমিত্তাখযূ মিন্ দূনিহী ~ আ-লিহাহ্;কু্ল্
(২৩) তাঁর কর্মে প্রশ্ন করা যাবে না, তারাই জিজ্ঞাসিত হবে।(২৪) তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ নিয়েছে? আপনি বলুন,

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

হা-তূ বুর্হা-নাকুম্ হাযা-যিক্রু মাম্ মা'ঈয়া অযিক্রু মান্ ক্বব্লী; বাল্ আক্ছারু হুম্
তার স্বপক্ষে তোমরা প্রমাণ নিয়ে আস। আর এটা আমার সঙ্গী যারা ছিল তাদের জন্য ও তাদের পূর্বেকার লোকদের জন্য

لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

লা-ইয়া'লামূন ; আলহাক্ব্ক্ব ফাহুম্ মু'রিদ্বূন্। ২৫। অমা ~ আর্সালনা-মিন্ ক্বব্লিকা মির্ রসূলিন্ ইল্লা-
উপদেশ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।(২৫) পূর্বের রাসূলদেরকে আমি এ অহী

نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٦ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا

নূহী ~ ইলাইহি আন্নাহূ লা ~ ইলা-হা ইল্লা ~ আনা ফা'বুদূন্। ২৬। অ ক্ব-লূত্ তাখযার রহ্মা-নু অলাদান্
দিয়ে পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ

আয়াত-২০ ঃ এখানে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর ইবাদত নাও করলেও তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। কেননা, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাকুলই আল্লাহর ইবাদতের জন্য যথেষ্ট। তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল রয়েছে। তারা আল্লাহর ইবাদত হতে অহংকার বশতঃ না মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আর না ইবাদতের কারণে তাদের মধ্যে ক্লান্তি আসে। বরং-রাত দিন নিরলসভাবে তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত থাকে। উল্লেখ যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ করা আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করার ন্যায়। এ দুটি কাজ সব সময় এবং সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজ এর অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। অদ্রূপ ফেরেশতাদের অন্যান্য কাজে মশগুল থাকলেও তাদের তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয় না। (মাঃ কোঃ, কুরতুবী)

سبحنه بل عباد مكرمون ٢٧ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ☆

সুব্হা-নাহ্ বাল্ 'ইবাদুম্ মুক্রামূন্ । ২৭ । লা-ইয়াস্বিকূ নাহূ বিল্ক্বাওলি অহুম্ বিআম্রিহী ইয়া'মালূন্ ।
করেছেন; তিনি পবিত্র। তারা তো সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তাঁর আদেশেই কাজ করে থাকে।

٢٨ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من

২৮ । ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম্ অমা- খল্ফাহুম্ অলা-ইয়াশ্ফা'উনা ইল্লা- লিমানির্তাদ্বোয়া-অহুম্ মিন্
(২৮) তাদের অগ্র-পশ্চাতে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন, তারা তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্তদের জন্য সুপারিশ করে, আর

خشيته مشفقون ٢٩ ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم

খশ্ইয়াতিহী মুশ্ফিকূন্ । ২৯ । অমাইঁ ইয়াকুল্ মিন্হুম্ ইন্নী ~ ইলা-হুম্ মিন্ দূনিহী ফাযা-লিকা নাজ্যীহি জাহান্নাম্;
তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্য থেকে যে বলবে, তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আমি ইলাহ্, তাকে আমি জাহান্নামেই দিব,

২ ع ১৯ ২ রুকু

كذلك نجزي الظلمين ٣٠ اولم ير الذين كفروا ان السموت والارض

কাযা-লিকা নাজ্যিয্ জোয়া-লিমীন্ । ৩০ । আওয়ালাম্ ইয়ারল্লাযীনা কাফার ~ আন্নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া
এভাবেই আমি জালিমদের শাস্তি প্রদান করে থাকি। (৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী মিশে ছিল,

كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون ٣١ و

কা-নাতা- রত্কন্ ফাফাতাক্ব না-হুমা-অজা'আল্না-মিনাল্ মা — য়ি কুল্লা শাইয়িন্ হাইয়িন্; আফালা-ইয়ু" মিনূন্ । ৩১ । অ
আর আমিই তা পৃথক করে দিলাম, পানি হতে সব প্রাণী সৃষ্টি করলাম, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?(৩১) আর আমি

جعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

জ্বা'আল্না-ফীল্ আর্দ্বি রাওয়া- সিয়া আন্ তামীদা বিহিম্ অজ্বা'আল্না-ফীহা-ফিজ্বা-জ্বান্ সুবুলাল্ লা'আল্লাহুম্
যমীনে পর্বত সৃষ্টি করলাম, যেন যমীন টলতে না পারে, এবং আমি তথায় তাদের চলার জন্য প্রশস্ত পথ নির্মান করে

يهتدون ٣٢ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ايتها معرضون ☆

ইয়াহ্তাদূন্ । ৩২ । অ জ্বা'আল্নাস্ সামা — য়া সাক্ব ফাম্ মাহ্ফূজোয়াঁও অহুম্ 'আন্ আ-ইয়া-তিহা- মু'রিদ্বূন্ ।
রেখেছি। (৩২) আর আমি আসমানকে রক্ষিত ছাদ করেছি; আর তারা অপমানের সে নিদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

٣٣ وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك

৩৩ । অহুওয়াল্লাযী খলাক্বল্ লাইলা অন্নাহা-র অশ্ শাম্সা অল্ ক্বমার্; কুল্লুন্ ফী ফালাকিঁই
(৩৩) আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ

يسبحون ٣٤ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افائن مت فهم الخلدون ☆

ইয়াস্বাহূন্ । ৩৪ । অমা-জ্বা'আল্না-লিবাশারিম্ মিন্ ক্বব্লিকাল্ খুল্দ্; আফায়িম্ মিত্তা ফাহুমুল্ খ-লিদূন্ ।
করছে। (৩৪) আর আমি তাদের পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করি নি। আপনি মরলে তারা কি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে?

﴿٣٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

৩৫। কুল্লু নাফ্সিন্ যা — য়িক্বতুল্ মাউত্;অনাব্লূকুম্ বিশ্শার্‌রি অল্ খাইরি ফিত্নাহ্; অইলাইনা তুর্জা'উন্।
(৩৫) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের পরীক্ষা করি, মন্দ ও ভাল দিয়ে, অতঃপর আমার কাছেই আসবে।

﴿٣٦﴾ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي

৩৬। অ ইযা-রয়া-কাল্লাযীনা কাফারূ ~ ইঁ ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা-হুযুওয়া-; আ হা-যাল্লাযী
(৩৬) আর কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখনই তারা বিদ্রূপ করে। তারা বলে, এ কি সে, যে তোমাদের দেব-দেবী সম্পর্কে

يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۚ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ خُلِقَ الْإِنسَانُ

ইয়ায্কুরু আ-লিহাতাকুম্ অহুম্ বিযিক্‌রির্ রাহ্মা-নি হুম্ কাফিরূন্। ৩৭। খুলিক্বাল্ ইন্সা-নু
সমালোচনা করে থাকে? অথচ তারাই রহমানের আলোচনায় অবিশ্বাস করে থাকে। (৩৭) মানুষ সৃষ্টিতেই ত্বরা প্রবণ, অচিরেই

مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ

মিন্ 'আজ্বাল্; সাউরীকুম্ আ-ইয়া-তী ফালা তাস্তা'জ্বিলূন্। ৩৮। অ ইয়াক্বূ লূনা মাতা- হা-যাল্ অ'দু
আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব, তাড়াহুড়ো করো না। (৩৮) তারা বলত, এ ওয়াদা কবে আসবে! বল,

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ

ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৯। লাও ইয়া'লামুল্লাযীনা কাফারূ হীনা লা-ইয়াকুফ্ফূনা আওঁ য়ুজু হিহিমুন্
যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৩৯) যদি কাফেররা জানত সে সময়ের কথা যখন তারা অগ্র-পশ্চাতের অগ্নি প্রতিরোধ

النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٠﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا

না-রা অলা-'আন্ জুহূরিহিম্ অলা-হুম্ ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ৪০। বাল্ তা''তী হিম্ বাগ্তাতান্ ফাতাব্হাতুহুম্ ফালা-
করতে সক্ষম হবে না, সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪০) বরং তা হঠাৎ এসে তাদেরকে বিমূঢ় করবে; তখন তারা তা না

يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ

ইয়াস্তাত্বী'উনা রদ্দাহা-অলা-হুম্ ইয়ুন্জোয়ারূন্। ৪১। অলাক্বাদিস্ তুহ্যিয়া বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বব্লিকা ফাহা-ক্ব
প্রতিরোধ করতে পারবে, আর না তারা অবকাশ পাবে। (৪১) আর তারা আপনার পূর্বেও রাসূলদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ

৩ ع ১২ ৩ রুকু

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٢﴾ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم

বিল্লাযীনা সাখিরূ মিন্হুম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৪২। ক্বুল মাইঁ ইয়াক্লায়ুকুম্
করেছে, যে বিষয় নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। (৪২) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে

আয়াত-৩৬ ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আবু জেহেলের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সে হতভাগ্য, বিদ্রূপ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল; ঐ দেখ, বনী আবদে মনাফের নবী আসতেছে। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৩৭ ঃ এখানে কোন কাজে তড়িঘড়ি করার নিন্দা করা হয়েছে। পবিত্র কোনআনের তান্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "মানুষ অতিব তাড়াহুড়াপ্রবণ"। হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল হতে অগ্রগামী হয়ে তূর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই তড়িঘড়ি প্রবণতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করেন। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হল, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে তড়িঘড়ি করার প্রবণতা। (মাঃ কোঃ)

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ اَمْ لَهُمْ

বিল্লাইলি অন্নাহা-রি মিনার্ রহ্মান্; বাল্হুম্ 'আন্ যিক্রি রব্বিহিম্ মু'রিদ্বূন্। ৪৩। আম্ লাহুম্
'রাহ্মান' হতে রক্ষা করবে রাতে ও দিনে বরং তারা তাদের রবের স্মরণ হতে বিমুখ। (৪৩) তবে কি তাদের কাছে আমাকে

اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۗ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ٭

আ-লিহাতুন্ তাম্না'উহুম্ মিন্ দূনিনা-; লা-ইয়াস্তাত্বী'উনা নাছ্রা আন্ফুসিহিম্ অলাহুম্ মিন্না-ইয়ুছ্হাবূন্।
ছাড়া আরও উপাস্য আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা নিজেদের সাহায্যেই সক্ষম নয়, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য পাবে না।

﴿٤٤﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي

৪৪। বাল্ মাত্তা'না- হা ~ উলা — য়ি অআ-বা — য়াহুম্ হাত্তা-ত্বোয়া-লা 'আলাইহিমুল্ 'উমুর্; আফালা-ইয়ারাওনা আন্না-না''তিল্
(৪৪) তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রচুর ভোগ্য দিয়েছি, আয়ুও লম্বা ছিল; তারা কি দেখে না, আমি তাদের

الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۗ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٥﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ

আর্দ্বোয়া নান্ক্বুছুহা-মিন্ আত্বু র-ফিহা-; আফাহুমুল্ গ-লিবূন্। ৪৫। ক্বুল্ ইন্নামা ~ উন্যিরুকুম্ বিল্ অহ্য়ি
যমীনকে তাদের চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করছি। তারপরেও কি বিজয়ী হবে? (৪৫) আপনি বলুন, আমি তো কেবল অহী দ্বারাই

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ

অলা-ইয়াস্মা'উছ্ ছুম্মুদ্ দু'আ — য়া ইযা-মা-ইয়ুন্যারূন্। ৪৬। অলায়িম্ মাস্সাত্হুম্ নাফ্হাতুম্ মিন্ 'আযা-বি
তোমাদেরকে সতর্ক করি, বধিররাই সতর্কবাণী শ্রবণ করে না যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়। (৪৬) আপনার রবের কিছু

رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

রব্বিকা লাইয়াক্বূ লুন্না ইয়া-ওয়াইলানা ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ৪৭। অ নাদ্বোয়াউ'ল্ মাওয়া-যীনাল্ ক্বিস্ত্বোয়া লিইয়াওমিল্
শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করলে নিঃসন্দেহে বলবে, হায়! আমরাই জালিম ছিলাম। (৪৭) আর আমি পরকালে ন্যায়ের মানদণ্ড

الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ

ক্বিয়া-মাতি ফালা-তুজ্লামু নাফ্সুন্ শাইয়া; অইন্ কা-না মিছ্ক্ব-লা হাব্বাতিম্ মিন্ খর্দালিন্ আতাইনা-বিহা-;
রাখব,(তোমাদের মধ্যে) কেউ অত্যাচারিত হবে না। কারও আমল যদি তিল পরিমাণও হয়, তবুও তা উপস্থিত করব, আমিই

وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا

অকাফা-বিনা-হা-সিবীন্। ৪৮। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসা-অহা-রূনাল্ ফুরক্বা-না অদ্বিয়া — য়াঁও অযিক্রাল্
যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী। (৪৮) আর আমি অবশ্যই দিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে ফুরকান, আর জ্যোতি ও উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ٭

লিল্মুত্তাক্বীন্। ৪৯। আল্লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রব্বাহুম্ বিল্ গইবি অহুম্ মিনাস্ সা- 'আতি মুশ্ফিক্বূন্।
মুত্তাকিদের জন্য অবতীর্ণ করেছি;(৪৯) যারা না দেখেও নিজেদের রবকে ভয় করে এবং পরকাল সম্বন্ধে ভীত।

৪ ع ৯ ৪ রুকু ● এক চতুর্থাংশ

۝٥٠ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٥١ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ

৫০। অ হা-যা -যিক্‌রুম্ মুবা-রকুন্ আন্‌যাল্‌না-হ্ আফাআন্‌তুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন। ৫১। অলাক্বদ্ আ- তাইনা ~ ইব্‌র-হীমা

(৫০) এটা এক কল্যাণকর উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি। তারপরও কি তোমরা কুফুরী কর? (৫১) আর আমি পূর্বে ইব্রাহীমকে

رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝٥٢ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ

রুশ্‌দাহূ মিন্ ক্ববলু অকুন্না-বিহী 'আ-লিমীন্। ৫২। ইয্ ক্ব-লা লিআবীহি অক্বওমিহী মা-হা-যিহিত্ তামা-ছীলুল্

সুবুদ্ধি দিয়েছি, আর আমি তার ব্যাপারে অবগত ছিলাম। (৫২) যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলল, এ মূর্তিগুলো

الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝٥٣ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝٥٤ قَالَ لَقَدْ

লাতী ~ আন্‌তুম্ লাহা-'আ-কিফূন্। ৫৩। ক্ব-লূ অজ্বাদ্‌না ~ আ-বা — য়ানা লাহা-'আ-বিদীন্। ৫৪। ক্ব- লা লাক্বদ্

কি, যাদের পূজা কর? (৫৩) তারা বলল, আমরা পিতৃপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) সে বলল, তোমরা

كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٥٥ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ

কুন্‌তুম্ আন্‌তুম্ অআ-বা — য়ুকুম্ ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৫৫। ক্ব-লূ ~ আজ্বি''তানা বিল্‌হাক্ব্ ক্বি আম্ আন্‌তা মিনাল্

ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।(৫৫) তারা বলল, আমাদের নিকট কি সত্য এনেছ, না কি আমাদের সঙ্গে

اللّٰعِبِيْنَ ۝٥٦ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَ

লা-'ঈবীন্। ৫৬। ক্ব-লা বার্ রব্বুকুম্ রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বিল্লাযী ফাতারহুন্না অ

কৌতুক কর? (৫৬) (ইব্রাহীম) বলল, না, খেল তামাশা নয়, তোমাদের রব আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর রব, তিনিই তাদের

اَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٧ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا

আনা 'আলা- যা-লিকুম্ মিনাশ্ শা-হিদীন্। ৫৭। অ তাল্লা-হি লাআকীদান্না আছ্‌না-মাকুম্ বা'দা আন্ তুওয়াল্লূ

সৃষ্টি করেছেন; আর এ বিষয়ে আমি সাক্ষী। (৫৭) আল্লাহর শপথ, তোমরা চলে গেলে আমি অবশ্যই মূর্তির ব্যাপারে

مُدْبِرِيْنَ ۝٥٨ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۝٥٩ قَالُوْا

মুদ্‌বিরীন্। ৫৮। ফাজ্বা'আলাহুম্ জু্যা-যান্ ইল্লা- কাবীরল্ লাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইলাইহি ইয়ার্‌জ্বি'ঊন্। ৫৯। ক্ব-লূ

ব্যবস্থা নিব। (৫৮) তারপর সে বড়টি ছাড়া সব মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করল, যেন তারা বড়টির কাছে ফিরে।(৫৯) বলল,

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦٠ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ

মান্ ফা'আলা হা-যা-বিআ- লিহাতিনা ~ ইন্নাহূ লামিনাজ্ জোয়া-লিমীন্।৬০। ক্ব-লূ সামি'না- ফাতাই ইয়ায্‌কুরুহুম্

আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ কাজ করল কে? সে বড় জালিম। (৬০) কেউ কেউ বলল, আমরা ইব্রাহীম নামক এক

টীকা-১। আয়াত-৫ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ), তাঁর পিতা এবং তাঁর কওম বাবেল শহরে বসবাস করত। তাদের বাদশাহ ছিল নমরূদ। তারা প্রায় একশ'টি প্রতিমার পূজা করত। সব চেয়ে বড় প্রতিমাটি নির্মাণ করেছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা আযর। তারা ইব্রাহীম (আঃ) এর কথা শুনে বলল, আমরা আমাদের পুর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। কাজেই, আমরাও করছি। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করার মত তাঁর কোন শক্তি ছিল না। ইবরাহীম (আঃ) এর কথা তাদের মনে ছিল না, তাদের মনে থাকলে তো ইবরাহীম (আঃ) কেই এ প্রতিমা ভাঙ্গার জন্য দায়ী করত। অথবা ইবরাহীম (আঃ) যে বলেছিলেন সেদিকে তারা লক্ষ্যও করে নি। (বঃ কোঃ)

يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦١﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦٢﴾

ইয়ুক্ব্-লু লাহূ ~ ইব্রা-হীম্। ৬১। ক্ব-লূ ফা''তূ বিহী 'আলা ~ আ'ইয়ুনিন্ না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াশ্ হাদূন্।
যুবককে সমালোচনা করতে দেখেছি (৬১) তারা বলল, তবে তাকে জনসমক্ষে হাজির কর, যেন তার সাক্ষ্য দিতে পারে।

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٣﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ

৬২। ক্ব-লূ ~ আআন্তা ফা'আল্তা হা-যা-বিআ-লিহাতিনা-ইয়া ~ ইব্রা-হীম্। ৬৩। ক্ব-লা বাল্ ফা'আলাহূ
(৬২) তারা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের ইলাহগুলোকে এরূপ করেছ?(৬৩) (ইব্রাহীম) বলল, বরং এদের কেউ

كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا

কাবীরুহুম্ হা-যা-ফাস্য়ালূহুম্ ইন্ কা-নূ ইয়ান্ত্বিক্বূন্। ৬৪। ফারজ্বা'উ ~ ইলা ~ আন্ফুসিহিম্ ফাক্ব-লূ ~
এরূপ করেছে;বড়টি তো এটিই; সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা কর, যদি বলতে পারে। (৬৪) মনে মনে চিন্তা করে তারা একে

اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ

ইন্নাকুম্ আন্তুমুজ্ জোয়া-লিমূন্। ৬৫। ছুম্মা নুকিসূ 'আলা-রুয়ূসিহিম্ লাক্বদ্ 'আলিম্তা মা-হা ~ য়ুলা —য়ি
অপরকে বলল, তোমরাই জালিম। (৬৫) অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হল;(বলল, হে ইব্রাহীম!) তুমি তো জান, এরা

يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ

ইয়ান্ত্বিক্বূন্। ৬৬। ক্ব-লা আফাতা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা -হি মা-লা-ইয়ান্ফা'উকুম্ শাইয়াঁও অলা-ইয়াদ্বুররুকুম্।
কথা বলে না। (৬৬) ইব্রাহীম বলল, তবুও আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত কর, যা না উপকার করে, আর না ক্ষতি?

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ

৬৭। উফ্ফিল্লাকুম্ অলিমা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৬৮। ক্ব-লূ হার্রিক্বূ হু
(৬৭) ধিক তোমাদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া আর যার ইবাদত কর সে উপাস্যকে। তবে কি বুঝ না? (৬৮) তারা বলল, তাকে

وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى

অন্ছুরূ ~ আ-লিহাতাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ ফা-'ইলীন্। ৬৯। কুলনা- ইয়া-না-রু কূনী বার্দাঁও অসালা-মান্ 'আলা ~
আগুনে পুড়িয়ে দাও; তোমাদের দেবতা বাঁচাও; যদি কিছু করতে চাও।(৬৯) বললাম, হে অগ্নি! ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও

اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى

ইব্রা-হীম্। ৭০। অআর-দূ বিহী কাইদান্ ফাজ্বা'আল্না-হুমুল্ আখ্সারীন্। ৭১। অনাজ্জাইনা-হু অলূত্বোয়ান্ ইলাল্
ইব্রাহীমের জন্য। (৭০) তারা তার ক্ষতি করতে চেয়ে ছিল; আমি তাদের ক্ষতি করে দিলাম। (৭১) আর আমি তাকে ও লূতকে

الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ

আর্দ্বিল্লাতী বা-রাক্না-ফীহা- লিল্'আ-লামীন্। ৭২। অওয়াহাব্না-লাহূ ~ ইস্হা-ক্ব্; অ ইয়া'ক্বূ বা না-ফিলাহ্;
উদ্ধার করে এমন দেশে মুক্তি দিলাম, যেথায় ঈমানদারদের জন্য বরকত রেখেছি। (৭২) তাকে ইসহাক ও অতিরিক্ত ইয়া'কূব

وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ (৭৩) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ

অ কুল্লান্ জ্বা'আল্না-ছোয়া-লিহীন্ ।৭৩। অ জ্বা'আল্না-হুম্ আয়িম্মাতাঁই ইয়াহ্দূনা বিআম্রিনা-অ আওহাইনা ~ ইলাইহিম্

দিলাম; আর আমি তাদের প্রত্যেককে সৎকর্মশীল বানালাম। (৭৩) তাদেরকে নেতা বানালাম; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে

فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۞

ফি'লাল্ খইর-তি ও অ ইক্বা-মাছ্ ছলা-তি অই-তা — য়ায্ যাকা-তি অকা-নূ লানা-আ'বিদীন্।

পথ দেখাত; আমি তাদেরকে সৎকর্ম করতে নামায প্রতিষ্ঠা করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ করেছি; তারা আমারই দাস ছিল।

(৭৪) وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ

৭৪। অলূত্বোয়ান্ আ-তাইনা- হু হুক্মাঁও অ 'ইল্মাঁও অনাজ্জ্বাইনা-হু মিনাল্ ক্বারইয়াতিল্লাতী কা-নাত্ তা'মালুল্

(৭৪) আমি লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিলাম; আর আমি তাকে মুক্তি দিলাম ঐ জনপদ থেকে যার অধিবাসী ঘৃণ্য কাজে

الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ (৭৫) وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ

খবা — য়িছ্ ; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমা সাওয়িন্ ফা-সিক্বীন্। ৭৫। অআদ্খল্না-হু ফী রহ্মাতিনা- ; ইন্নাহূ মিনাছ্

লিপ্ত ছিল; নিঃসন্দেহে তারা পাপাচারী কওম ছিল। (৭৫) আর আমি তাকে করুণায় দাখিল করেছি, নিঃসন্দেহে সে ছিল

৫ ع ২৫ ৫ রুকু

الصّٰلِحِيْنَ (৭৬) وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ

ছোয়া-লিহীন্ ।৭৬। অনূহান্ ইয্ না-দা-মিন্ ক্ববলু ফাস্তাজ্বাব্না-লাহূ ফানাজ্জ্বাইনা-হু অআহ্লাহূ মিনাল্

সৎকর্মশীল। (৭৬) আর নূহকে– যখন সে আমাকে ডাকল, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম; আর তাকে ও তার পরিবারকে

الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (৭৭) وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ

কার্বিল্ 'আজীম্। ৭৭। অ নাছোয়ার্না-হু মিনাল্ ক্বওমিল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ; ইন্নাহুম্

মহাসংকট থেকে মুক্তি দিলাম। (৭৭) আর আমি তাকে সাহায্য করেছি নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে, তারা সকলে

كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ (৭৮) وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي

কা-নূ ক্বওমা সাওয়িন্ ফাআগ্রাক্ব্না-হুম্ আজ্ব্ মা'ঈন্। ৭৮। অদা-উদা অ সুলাইমা-না ইয্ ইয়াহ্কুমা-নি ফিল্

ছিল পাপাচারী, সবাইকে নিমজ্জিত করেছি। (৭৮) আর দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা শস্যের বিচার করছিল,

الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ (৭৯) فَفَهَّمْنٰهَا

হার্ছি ইয্ নাফাশাত্ ফীহি গনামুল্ ক্বওমি অকুন্না-লিহুক্মিহিম্ শা-হিদীন্। ৭৯। ফাফাহ্হাম্না-হা-

এক দলের মেষ রাতে তাতে প্রবেশ করে তা খেয়ে ফেলেছিল। (১) তাদের বিচার সম্পর্কে আমি সাক্ষী। (৭৯) আমি

আয়াত-৭৬ ঃ এই তৃতীয় কাহিনী হযরত নূহ (আঃ) সম্বন্ধে, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক বিপদাপন্ন ও নির্যাতিত হন, তখন তিনি আমাকে ডাকেন ফলে আমি তাঁকেও তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুসারীদেরকে নৌকায় আরোহন করিয়ে সেই মহা প্লাবন হতে উদ্ধার করলাম, আর অবিশ্বাসীদের সকলের উপর আমার গযব পতিত হল এবং সকলই অতল পানিতে ডুবে গেল। অতএব, হে মুহাম্মদ (ছঃ)! আগেকার উম্মতরা নিজেদের নবীদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিণামে ধৃত হয়েছিল, সুতরাং আপনার উম্মতরা যেন সাবধান হয়। তারা যেন আপনার এই বিরূদ্ধাচরণের পর অবকাশ দেয়াতে গর্বিত না হয়। (বঃ কোঃ)

سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۚ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ

সুলাইমা-না অকুল্লান্ আ-তাইনা-হুক্মাঁও অ ই'লমাঁও অ সাখ্খার্না-মা'আ দা-ঊদাল্ জ্বিবা-লা ইয়ুসাব্বিহ্না
সুলাইমানকে বুঝ দিয়েছি; প্রত্যেককে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছি। আমি পর্বত দাউদের অনুগত করেছি যেন তারা তার সাথে

وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ

অত্ত্বোয়াইর্; অকুন্না-ফা-'ইলীন্। ৮০। অ 'আল্লাম্না-হু ছোয়ান্'আতা লাবূসিল্ লাকুম্ লিতুহ্ছিনাকুম্ মিম্
তাসবীহ পড়ে। আমি ছিলাম কর্তা। (৮০) এবং আমি তাকে লৌহ বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়েছি কল্যাণের জন্য, যেন যুদ্ধে

بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨١﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ

বা''সিকুম্ ফাহাল্ আন্তুম্ শা-কিরূন্। ৮১। অ লিসুলাইমা-নার্ রীহা 'আ-ছিফাতান্ তাজ্বরী বিআম্রিহী ~
তা তোমাদেরকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। তবু কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি?(৮১) এবং আমি সুলাইমানের বশে রাখলাম বিক্ষুব্ধ

اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ

ইলাল্ আর্দ্বিল্লাতী বা-রাক্না-ফীহা-; অ কুন্না-বিকুল্লি শাইয়্যিন্ 'আ-লিমীন্। ৮২। অ মিনাশ্ শাইয়া-ত্বীনি
বায়ুকে; তা তার আদেশে বরকতময় দেশের দিকে যেত, সব বিষয় আমি জানি। (৮২) আর শয়তানদের কেউ কেউ তার জন্য

مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاَيُّوْبَ

মাইঁ ইয়াগূছ্না লাহূ অ ইয়া'মালূনা 'আমালান্ দূনা যা-লিকা অকুন্না-লাহুম্ হা-ফিজীন্। ৮৩। অ আইইয়ূবা
ডুবুরী কাজে নিয়োজিত ছিল, এতদ্ভিন্ন অন্য কাজও করত। নিশ্চয় আমি তাদের সংরক্ষক ছিলাম।(৮৩) আর স্মরণ কর

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

ইয্ না-দা-রব্বাহূ ~ আন্নী মাস্ নানিয়াদ্ দ্বুররু অআন্তা আর্হামুর্ র-হিমীন্। ৮৪। ফাস্তাজ্বাব্না-লাহূ
আইউবকে যখন সে আপন রবকে ডেকে বলল, আমি কষ্টে আছি, আর তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তার

فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۡ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى

ফাকাশাফ্না-মা-বিহী মিন্ দ্বুররিও অ আ-তাইনা-হু আহ্লাহূ অ মিছ্লাহুম্ মা'আহুম্ রহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিনা-অযিক্র-
আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাকে তার পরিবার দিলাম, সমসংখ্যক আরও দিলাম রহমত স্বরূপ এবং আমি ইবাদাতকারীদের

لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ

লিল্'আ-বিদীন্। ৮৫। অইস্মাঈ'লা অইদ্রীসা অযাল্ কিফ্ল্ ; কুল্লুম্ মিনাছ্ ছোয়া-বিরীন্। ৮৬। অ
জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৮৫) আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল কিফ্লকে তারা সবাই ধৈর্যশীল ছিল (৮৬) আর আমি

اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا

আদ্খল্না-হুম্ ফী রহমাতিনা-; ইন্নাহুম্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৮৭। অ যান্নূ নি ইয্ যাহাবা মুগ-দ্বিবান্
তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করলাম। তারা সৎকর্মশীল ছিল। (৮৭) আর যূন্ নূনকে যখন সে রাগে চলে গেল;

فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمٰتِ أَن لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحٰنَكَ

ফাজোয়ান্না আ ল্লান্ নাক্ব্দিরা 'আলাইহি ফানা-দা-ফিজ্ জুলুমা-তি আল্লা ~ ইলা-হা ইল্লা-আন্তা সুবহা-নাকা

সে মনে করল যে, আমি তাদেরকে শাস্তি দিব না। অবশেষে অন্ধকারে বলল, "তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র, আমিই

إِنِّي كُنتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٨٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ

ইন্নী কুন্তু মিনাজ জোয়া-লিমীন্। ৮৮। ফাস্তাজাব্না- লাহূ অনাজ্জাইনা-হু মিনাল্ গম্; অ কাযা-লিকা

জালিম।" (৮৮) তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম, এভাবেই আমি মু'মিনকে

نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾ وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ

নুন্জ্বিল্ মু''মিনীন্। ৮৯। অ যাকারিয়্যা ~ ইয্ না-দা-রব্বাহূ রব্বি লা-তাযার্নী ফার্দাঁও অআন্তা

মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) স্মরণ কর! যখন যাকারিয়া তার রবকে ডাকল, হে আমার রব! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না

خَيْرُ الْوٰرِثِينَ ﴿٩٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ

খাইরুল্ ওয়ারিছীন্। ৯০। ফাস্তাজাব্না-লাহূ অওয়াহাব্না-লাহূ ইয়াহ্ইয়া-অআছ্লাহ্না- লাহূ যাওজ্বাহ্ ;

তুমি শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী দাতা। (৯০) আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাকে ইয়াহ্ইয়াকে দিলাম, স্ত্রীকে সন্তান ধারণের যোগ্য

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسٰرِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا

ইন্নাহুম্ কা-নূ ইয়ুসা-রি'ঊনা ফিল্ খইর-তি অ ইয়াদ্'ঊ নানা- রাগবাঁও অ রহাবা- ; অকা-নূ লানা-

করলাম, তারা পরস্পর সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে আহ্বান করত, তারা ছিল আমার সামনে

خٰشِعِينَ ﴿٩١﴾ وَالَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ

খ-শিঈ'ন্। ৯১। অল্লাতী ~ আহ্ছোয়ানাত্ ফারজ্বাহা-ফানাফাখ্না-ফীহা মির্ রূহিনা-অজ্বা'আল্না-হা- অবনাহা ~

বিনীত। (৯১) আর যে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করেছিল, তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকলাম, তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বের

ءَايَةً لِّلْعٰلَمِينَ ﴿٩٢﴾ إِنَّ هٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٣﴾ وَ

আ-ইয়াতাল্ লিল্'আ-লামীন্। ৯২। ইন্না হা-যিহী ~ উম্মাতুকুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অআনা রব্বুকুম্ ফা'বুদূ ন্। ৯৩। অ

জন্য নিদর্শন করলাম। (৯২) তোমাদের এ জাতি, একই জাতি, আমিই তোমাদের রব, সুতরাং আমারই ইবাদত কর। ৯৩। কিন্তু

৬ ع ১৮ ৬ রুকু

تَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُونَ ﴿٩٤﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ

তাক্বত্ত্বোয়া'ঊ ~ আম্রহুম্ বাইনাহুম্ কুল্লু ন্ ইলাইনা-র-জ্বি'উন্। ৯৪। ফামাই ইয়া'মাল্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহা-তি

তারা নিজেদের ব্যাপারে বিভেদ সৃষ্টি করল, সবাই আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।(৯৪) যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম

টীকা-১। আয়াত-৮৮ ঃ অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনূসকে দুশ্চিন্তা ও সংকট হতে নাজাত দিয়েছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও নাজাত দিয়ে থাকি। যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আঃ) এর দোয়াটি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করবেন। (মাঃ কোঃ, তাফঃ মাযঃ) আয়াত-৯০ ঃ আয়াতটির মর্মার্থ হল, তারা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট কবূল ও সাওয়াবের আশাও রাখে আবার স্বীয় গুনাহ ও ত্রুটির জন্য ভয়ও করে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَٰتِبُونَ ﴿٩٥﴾ وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ

অহুঅ মু'মিনুন্ ফালা-কুফ্র-না লিসা 'ইয়িহী অইন্না-লাহূ কা-তিবূন্। ৯৫। অহার-মুন্ 'আলা-ক্বরইয়াতিন্

করে, তার চেষ্টা কখনও অগ্রাহ্য হবে না, আমি তা লিখে রাখি। (৯৫) আর আমি যেসব জনপদ ধ্বংস করেদিয়েছি, তাদের

أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٦﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم

আহ্লাক্নাহা ~ আন্নাহুম্ লা-ইয়ারজি'উন্। ৯৬। হাত্তা ~ ইয়া-ফুতিহাত্ ইয়া''জূ্জু অমা''জূ্জু অহুম্

প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজ ছেড়ে দেয়া হবে, আর তারা প্রত্যেকে উচ্চভূমি হতে

مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٧﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ

মিন্ কুল্লি হাদাবিই ইয়ান্সিলূন্ । ৯৭। অক্ব্ তারবাল্ অ'দুল্ হাক্ব্ ক্বু ফাইযা-হিয়া শা -খিছোয়াতুন্

বের হয়ে ছুটে আসবে। (৯৭) আর যখন সত্য প্রতিশ্রুতিকাল আসন্ন হবে তখন হঠাৎ কাফেরদের চোখগুলো উর্ধস্থির

أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

আব্ছোয়া-রুল্ লাযীনা কাফারূ; ইয়া-অইলানা-ক্বদ্ কুন্না- ফী গফ্লাতিম্ মিন্ হা-যা-বাল্ কুন্না-জোয়া-লিমীন্।

হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এ ব্যাপারে আমরা তো উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা জালিমই ছিলাম।

﴿٩٨﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ

৯৮। ইন্নাকুম্ অমা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি হাছোয়াবু জ্বাহান্নাম্ ; আন্তুম্ লাহা-ওয়া-রিদূন্।

(৯৮) নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানি হবে, আর সেখানেই তোমরা সবাই প্রবেশ করবে।

﴿٩٩﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٠٠﴾ لَهُمْ فِيهَا

৯৯। লাও কা-না হা ~ উলা — য়ি আ-লিহাতাম্ মা-অরাদূহা-; অকুল্লুন্ ফীহা-খা-লিদূন্। ১০০। লাহুম্ ফীহা-

(৯৯) তারা যদি প্রকৃত ইলাহ হত, তবে জাহান্নামে যেত না, তারা সবাই সেখানে স্থায়ী হবে। (১০০) নিশ্চয়ই সেখানে থাকবে তাদের

زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ

যাফীরুঁও অহুম্ ফীহা- লা-ইয়াস্মা'উন্। ১০১। ইন্নাল্লাযীনা সাবাক্বত্ লাহুম্ মিন্নাল্ হুস্না ~

আর্তনাদ, সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) নিশ্চয়ই যাদের জন্য পূর্বেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত ছিল,

أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ

উলা —য়িকা 'আন্হা-মুব্'আদূ ন্। ১০২। লা-ইয়াস্মা'উনা হাসীসাহা-অহুম্ ফী মাশ্তাহাত্

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। (১০২) তারা ক্ষীণ শব্দও শুনবে না, আর তারা সেথায় মনমত সব কিছুই

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৮ ও ১০১ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কাফেরদের সঙ্গে তাদের হাতে গড়া দেব-দেবীসমূহকেও জাহান্নামের ইন্ধন করা হবে বলে সাবধান করা হলে, ইবনুয যাবারী নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল, হযরত ওযাইর, হযরত ঈসা (আঃ) প্রমুখের এবং বহু ফেরেশতারাও বন্দনা করা হয় আল্লাহ ব্যতীত; অতএব, তাদেরকেও কি জাহান্নামে দেয়া হবে? এর জবাবে এ আয়াতটি নাযিল হয়। টীকা-১। আয়াত-৯৫ঃ আয়াতটির উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুর পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেউ পুনরায় দুনিয়ায় এসে সৎকর্ম করতে চাইলে, সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো কেবল পরকালের জীবনই হবে। (মাঃ কোঃ)

أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

আন্ফুসুহুম্ খ-লিদূন্। ১০৩। লা-ইয়াহ্যুনুহুমুল্ ফাযা'উল্ আক্বারু অ তাতালাক্ক্বা- হুমুল্ মালা — য়িকাহ্;

স্থায়ীভাবে ভোগ করবে। (১০৩) কেয়ামতের ময়দানের মহা ভীতি তাদেরকে বিষণ্ন করবে না, ফেরেশতারা তাদেরকে এ বলে

هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ

হা-যা ইয়াওমুকুমুল্লাযী কুন্তুম্ তূ 'আদূন্। ১০৪। ইয়াওমা নাত্ব্ওয়িস্ সামা — য়া কাত্বোইয়্যিস্

অভ্যর্থনা করবে; এটাই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশ মণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব,

ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا

সিজিল্লি লিল্ কুতুব্; কামা-বাদা''না ~ আউঅলা খল্ক্বিন্ নু'ঈ দুহ্; অ'দান্ 'আলাইনা-; ইন্না-

যেভাবে লিখিত দফতরসমূহ গুটিয়ে নেয়া হয়, প্রথম সৃষ্টির মতই পুনরায় সৃষ্টি করব; এ' আমার কৃত প্রতিশ্রুতি; আমি অবশ্যই

كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا

কুন্না-ফা-'ইলীন্। ১০৫। অলাক্বদ্ কাতাব্না-ফিয্ যাবূরি মিম্ বা'দিয্ যিক্রি আন্নাল্ আর্দ্বোয়া ইয়ারিছুহা-

তা পূর্ণ করব। (১০৫) আর আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখেদিয়েছি যে, আর আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই যমীনের

عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ فِى هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ

'ইবা-দিয়াছ্ ছোয়া-লিহূন্। ১০৬। ইন্না ফী হা-যা-লাবালা-গল্ লি ক্বওমিন্ 'আ-বিদীন্। ১০৭। অমা ~ আর্সাল্না-কা

(জান্নাতের) উত্তরাধিকারী হবে। (১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ আছে। (১০৭) আমি তো আপনাকে

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٨﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ

ইল্লা-রহ্মাতাল্ লিল্'আ-লামীন্! ১০৮। ক্বুল্ ইন্নামা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা আন্নামা ~ ইলা-হুকুম্ ইলা-হুঁও ওয়া-হিদুন্

ঈমানদারদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।(১০৮) বলুন, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ, ,

فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِىٓ

ফাহাল্ আন্তুম্ মুস্লিমূন্। ১০৯। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাকুল্ আ-যানতুকুম্ 'আলা- সাওয়া — য়্; অইন্আদ্রী ~

সুতরাং তোমরা কি মুসলিম হবে? (১০৯) এরপরও যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে আপনি তাদের বলুন, আমি তো তোমাদেরকে যথাযর্থই

أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا

আক্বারীবুন্ আম্ বা'ঈদুম্ মা-তূ 'আদূন্। ১১০। ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জাহ্র মিনাল্ ক্বওলি অ ইয়া'লামু মা-

জানিয়েছি; প্রতিশ্রুত বিষয় কি আসন্ন, না দূরে জানি না। (১১০) নিঃসন্দেহে তিনি তোমরা যা ব্যক্ত কর তা জানেন এবং জানেন যা

تَكْتُمُونَ ﴿١١١﴾ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ *

তাক্তুমূন্। ১১১। অ ইন্ আদ্রী লা'আল্লাহূ ফিত্নাতুল্লাকুম্ অ মাতা'উন্ ইলা-হীন্।

তোমরা গোপন কর। (১১১) আর আমি জানি না, হয় তো এটা তোমাদের পরীক্ষা এবং কিছু সময়ের জন্য ভোগ্যের সুযোগ রয়েছে।

قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝١١٢ ع ١٩ ٧ রুকু

১১২। ক্বু-লা রব্বিহ্‌ কুম্‌ বিল্‌হাক্ব্‌; অ রব্বুনার্‌ রহ্‌মা-নুল্‌ মুসতা'আ-নু 'আলা-মা-তাছিফূন্‌।

(১১২) (রাসূল) বললেন, হে রব! সুবিচার কর; আমাদের রব পরম দয়ালু; তোমাদের বক্তব্যের বিষয় তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। অর্ধাংশ

সূরা হজ্জ
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ১০

۝١ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝٢ يَوْمَ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সুত্তাক্বূ রব্বাকুম্‌ ইন্না যাল্‌যালাতাস্‌ সা-'আতি শাইয়্যুন্‌ 'আজীম্‌। ২। ইয়াওমা

(১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের প্রকম্পন ভীষণতর। (২) যেদিন তোমরা

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ

তারওনাহা- তায্‌হালু কুল্লু মুরদ্বি'আতিন্‌ 'আম্মা ~ আর্‌দ্বোয়া'আত্‌ অ তাদ্বোয়া'উ কুল্লু যা-তি হাম্‌লিন্‌ হাম্‌লাহা- অ

তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার স্তন্যপায়ীকে ভুল যাবে, এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে;

تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝٣ وَمِنَ

তারন্না-সা সুকার-অমা-হুম্‌ বিসুকা-র-অলা-কিন্না 'আযা-বা ল্লা-হি শাদীদ্‌। ৩। অ মিনান্‌

তুমি মানুষকে মাতাল অবস্থায় দেখতে পারে, অথচ তারা মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। (৩) কিছু মানুষ

النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝٤ كُتِبَ عَلَيْهِ

না-সি মাইঁ ইয়ুজ্বা-দিলু ফীল্লা-হি বিগইরি 'ইল্‌মিওঁ অইয়াত্তাবি'উ কুল্লা শাইত্বোয়া-নিম্‌ মারীদ্‌। ৪। কুতিবা 'আলাইহি

এমন আছে, যারা না জেনে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তর্ক করে আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসারী হয়। (৪) তার ব্যাপারে একথা

اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝٥ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

আন্নাহূ মান্‌ তাওয়াল্লা-হু ফাআন্নাহূ ইয়ুদ্বিল্লুহূ অ ইয়াহ্‌দীহি ইলা-'আযা-বিস্‌ সা'ঈর্‌। ৫। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু

নির্ধারিত রয়েছে যে, যে কেউ তাকে বন্ধু করবে সে তাকেই বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের পথে চালাবে। (৫) হে মানুষ! যদি

اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ ফী রইবিম্‌ মিনাল্‌ বা''ছি ফাইন্না- খলাক্ব্‌না-কুম্‌ মিন্‌ তুরা-বিন্‌ ছুম্মা মিন্‌ নুত্ব্‌ফাতিন্‌ ছুম্মা

পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমরা সন্দিহান হও, তবে ভেবে দেখ যে, আমিই তো তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর

টীকা-১। আয়াত-৫ ঃ এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে নবী করীম (ছঃ) বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে রূপান্তরিত হয়। আরও চল্লিশ দিন পার হলে তা মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকিয়ে চারটি বিষয় লিখে দেন। (১) তার বয়স কত? (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে? (৩) সে কি কাজ করবে এবং পরিণামে সে ভাগ্যবান না হতভাগ্য? (কুরতুরী, মাঃ কোঃ) অন্য বর্ণনায় আছে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহর নিকট এর পরিণাম সম্বন্ধে জানতে চায়। যদি অসম্পূর্ণ বলা হয়, তবে গর্ভপাত করে দেয়া হয়। (মাঃ কোঃ)

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي

মিন্ 'আলাক্বতিন্ ছুম্মা মিন্ মুদ্ গতিম্ মুখল্লাক্বতিঁও অগইরি মুখল্লাক্বতিল্লি লিনুবাইয়্যিনা লাকুম্; অনুক্বিররু ফিল্

শুক্র হতে, তারপর রক্ত পিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণ ও অপূর্ণাকৃতি গোশ্তপিণ্ড হতে; তোমাদের নিকট আমার কুদরত ব্যক্ত

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۚ

আর্হা-মি মা-নাশা — য়ু ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ছুম্মা নুখ্রিজুকুম্ ত্বিফ্লান্ ছুম্মা লিতাব্লুগূ ~ আশুদ্দাকুম্

করার জন্য; আমার ইচ্ছেমতই জরায়ূতে নির্দিষ্ট সময় রাখি। পরে আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, অতঃপর তোমরা

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن

অ মিন্কুম্ মাইঁ ইয়ুতাওয়াফ্ফা-অমিন্কুম্ মাইঁ ইয়ুরদ্দু ইলা ~ আর্যালিল্ উমুরি লিকাইলা-ইয়া'লামা মিম্

যৌবনে পদার্পন কর; অতঃপর তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হয় যৌবনের পূর্বে; আবার কেউ অকর্মণ্য বয়সে পৌঁছে; ফলে যে বিষয়

بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

বা'দ্বি 'ইল্মিন শাইয়া-; অতারাল্ আর্দ্বোয়া হা-মিদাতান্ ফাইযা ~ আন্যাল্না- 'আলাইহাল্ মা — য়াহ্ তায্যাত্

তার জানা ছিল তাও তার মনে থাকে না; তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষাই তখন তা

وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٦ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ

অরবাত্ অআম্বাতাত্ মিন্ কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্। ৬। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্ব্কু অআন্নাহূ

শস্যশ্যামল হয় এবং আমি তাতে নানাবিধ সুন্দর উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে থাকি (৬) এসব এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য, তিনি

يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٧ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ

ইয়ুহ্য়িল্ মাওতা অ আন্নাহূ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৭। অ আন্নাস্ সা'আতা আ- তিয়াতুল্লা-রইবা

মৃতকে প্রাণ দান করেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুই উপর ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান। (৭) কেয়ামত নিঃসন্দেহে আসবেই;

فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۝٧ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

ফীহা-অআন্নাল্লা-হা ইয়াব্ 'আছু মান্ ফিল্ ক্বুবূর্। ৮। অ মিনান্না-সি মাইঁ ইয়ুজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি

কবর বাসীদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন। (৮) আর কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, না

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝٨ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَهُ

বিগইরি 'ইল্মিও অলা-হুদাঁও অলা-কিতা-বিম্ মুনীর্। ৯। ছা-নিয়া 'ঈত্বফিহী লিইয়ুদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; লাহূ

জেনে, বিনা প্রমাণে ও বিনা উজ্জ্বল গ্রন্থে (৯) গর্ব ভরে গর্দান বাঁকিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, যেন আল্লাহর পথ হতে লোকদের ভ্রষ্ট

فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝١٠ ذَٰلِكَ بِمَا

ফীদ্দুন্ইয়া-খিয্ইয়ুঁও অনুযীক্বুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'আযা-বাল্ হারীক্ব্। ১০। যা-লিকা বিমা-

করতে পারে; দুনিয়াতেই তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, পরকালে তাকে আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।(১০) এটা তোমার কৃতকর্মের

ع ١٠ ৮ রুকু

قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١١﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ

ক্বদ্দামাত্ ইয়াদা-কা অআন্না ল্লা-হা লাইসা বিজোয়াল্লা-মিল্লিল্ 'আবীদ্। ১১। অ মিনা ন্না-সি মাইঁইয়া'বুদুল্লা-হা
প্রতিফল, কেননা, আল্লাহ বান্দাহদের প্রতি অবিচার করেন না।(১১) কোন কোন মানুষ দ্বিধার ওপর আল্লাহর ইবাদত করে,

عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ

'আলা-হারফিন্ ফাইন্ আছোয়া-বাহূ খইরু নিত্ব্ মায়ান্না বিহী, অ ইন্ আছোয়া-বাত্হু ফিত্নাতুনিন্ ক্বলাবা
অতঃপর তার যদি পার্থিব কল্যাণ লাভ হয়, তবে তা দিয়ে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়; আর যদি কোন বিপর্যয় এসে পড়ে, তবে

عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا مِنْ

'আলা-অজ্ব্ হিহী খাসিরা দ্দুন্ইয়া-অল্আ-খিরহ্; যা-লিকা হুওয়াল খুস্র-নুল্ মুবীন্। ১২। ইয়াদ্'উ মিন্
সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরি যায়। সে দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এটাই চরম বিভ্রান্তি। (১২) সে আল্লাহকে ছাড়া

دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٣﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ

দূনিল্লা-হি মা-লা ইয়াদ্বুর্রুহূ অমা-লা-ইয়ান্ফা'উহূ; যা-লিকা হুওয়াদ্ব দ্বোয়ালা-লুল্ বা'ঈদ্। ১৩। ইয়াদ্'উ লামান্
এমন কিছুকে ডাকে, যা না পাবে অপকার করতে, আর না উপকার; এটাই চরম বিভ্রান্তি। (১৩) সে এমন বস্তুকে ডাকে

ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۭ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ

দ্বোয়াররুহূ ~ আক্ব্রাবু মিন্ নাফ্'ইহ্; লাবি''সাল্ মাওলা-অলাবি''সাল্ আশীর্। ১৪। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদ্খিলুল
যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক আর এর সহচর। (১৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ছোয়া-লিহা-তি জান্না-তিন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-র্; ইন্নাল্লা-হা
প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করছে, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, আল্লাহ যা ইচ্ছা

يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٥﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ইয়াফ্'আলু মা-ইয়ুরীদ্। ১৫। মান্ কা-না ইয়াজুন্নু আল্লাইঁইয়ান্ ছুরাহুল্লা-হু ফিদ্দুনইয়া-অল্আ-খিরতি
তা-ই করেন। (১৫) যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ (তাঁর রাসূলকে) ইহকালে ও পরকালে কখনওই সাহায্য করবেন না, সে যেন

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاۗءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ

ফাল্ইয়াম্দুদ্ বিসাবাবিন্ ইলাস্ সামা — য়ি ছুম্মাল্ ইয়াক্বত্বোয়া' ফাল্ইয়ানজুর্ হাল্ ইয়ুয্ হিবান্না-কাইদুহূ মা-ইয়াগীজ্।
আকাশের সাথে রসি টানায়, পরে তা কেটে দেয়; তারপর দেখুক যে, তার চেষ্টা আক্রোশকে দূর করতে পারে কি না?

শানেনুযূল ঃ আয়াত–১১ ঃ গ্রাম থেকে একদল লোক মদীনা মনোয়ারায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হল। অতঃপর তাদের মধ্যে যাদের কোন পার্থিব উপকার হয়েছে অর্থাৎ ছেলে না হলে মেয়ে হয়েছে, বর্ধিতহারে অর্থাগমন হয়েছে, অথবা অসুস্থতা হতে সুস্থতা লাভ করেছে; তখন তারা বলতে থাকে যে, ইসলাম ধর্ম বড় ভাল ধর্ম, এতে আমাদের কেবল উপকারই হয়েছে। আর যার কোন রোগ হল, অথবা কোন সন্তান হল না, কিংবা আর্থিক কোন ক্ষতি হল তখন তারা পুনরায় যেদিক হতে এসেছে সে দিকেই ফিরে গেল এবং মুরতাদ হয়ে বলতে লাগল, এ ধর্মগ্রহণে (নাউযুবিল্লাহ) আমারসমূহ ক্ষতি হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

১৬। অ কাযা-লিকা আন্যাল্না-হু আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিঁও অ আন্নাল্লা-হা ইয়াহ্দি মাইঁ ইয়ুরীদ্। ১৭। ইন্না ল্লাযীনা

(১৬) এভাবে স্পষ্ট নিদর্শনরূপে তা(কোরআন) নাযিল করেছি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। (১৭) নিঃসন্দেহে যারা

اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۚ

আ-মানূ অল্লাযীনা হা-দু অছ্ছোয়া-বিয়ীনা অন্ নাছোয়া-রা অল্মাজূ্ সা অল্লাযীনা আশ্রাকূ ~

বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর যারা ইহুদী হয়েছে, ছাবিয়ী হয়েছে, এবং যারা খৃষ্টান. অগ্নিপূজক ও যারা মুশ্রিক হয়েছে

اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾ اَلَمْ تَرَ

ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্ছিলু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ১৮। আলাম্ তার

নিশ্চয় আল্লাহ পরকালে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু দেখেন। (১৮) আপনি কি লক্ষ্য

اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

আন্নাল্লা-হা ইয়াস্জুদু লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমান্ ফিল্ আর্দ্বি অশ্শাম্সু অল্ক্বমারু

করেন নি নিশ্চয়ই আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সবাই, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী

وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاۗبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ

অন্নুজূ্মু অল্জ্বিবা-লু অশ্শাজ্বারু অদ্দাওয়া — ব্বু অকাছীরুম্ মিনান্না-স্; অকাছীরুন্ হাক্ব্ক্ব

পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তুসমূহ ও বহু সংখ্যক মানুষ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং মানুষের মধ্যে অনেকের ওপর শাস্তি

عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ۝

'আলাইহিল্ 'আযা-ব্ ; অ মাইঁ ইয়ুহিনিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুক্রিম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্ 'আলু মা-ইয়াশা — য়্।

সাব্যস্ত হয়েছে, আল্লাহ যাকে হেয় প্রতিপন্ন করেন তার সম্মান দেয়ার কেউ নেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই তিনি করেন।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۡ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ

১৯। হা-যা-নি খছ্মা- নিখ্ তাছোয়ামূ ফী রব্বিহিম্ ফাল্লাযীনা কাফারূ ক্বুত্ত্বি'আত্ লাহুম্ ছিয়া-বুম্ মিন্

(১৯) বিবাদমান এ দুটি দল তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়; যারা কাফের তাদের জন্য আগুনের পোষাক

نَّارٍ ۭ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿٢٠﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝

না-র্; ইয়ুছোয়াব্বু মিন্ ফাওক্বি রুয়ূ সিহিমুল্ হামীম্। ২০। ইয়ুছ্ হারু বিহী মা-ফী বুত্বূনিহিম্ অল্ জুলূদ্।

প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে। (২০) যা দ্বারা পেটের বস্তু ও চামড়া বিগলিত হবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত–১৯ ঃ কিতাবীরা মুসলমানদের সাথে তর্কের সময় একবার বলেছিল, হে মুসলিম সমাজ। আমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের চেয়ে অধিক সম্পর্কের অধিকারী। কেননা, আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে এসেছেন এবং আমাদের কিতাবও তোমাদের কিতাবের আগে অবতীর্ণ হয়েছে। জবাবে মুসলমানরা বলেন, আমরাতো তোমাদের নবী ও আমাদের নবী উভয়কেই সত্য বলে স্বীকার করি এবং আমাদের কুরআন ও তোমাদের কিতাব তৌরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদির উপরও ঈমান আনছি। আর তোমরা আমাদের নবী ও কুরআন উভয়ের সত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও হিংসা বশতঃ মেনে নিচ্ছ না। অতএব, চিন্তা করে দেখ প্রকৃত সত্য কি আমাদের পক্ষে, না তোমাদের পক্ষে? উভয় দলের এ অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ

২১। অ লাহুম্ মাক্বা-মি'উ মিন্ হাদীদ্। ২২। কুল্লামা ~ আরা দূ ~ আইঁ ইয়াখ্রুজূ মিন্হা-মিন্ গম্মিন্

(২১) আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার গুর্জ। (২২) যখনই তারা কাতর হয়ে তা হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে

أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا

উ'ঈ দূ ফীহা-অযূক্বূ 'আযা-বাল্ হারীক্ব্। ২৩। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদ্খিলুল্লাযীনা আ-মানূ

ওতে (জাহান্নামে) ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে 'দহন যন্ত্রণা আস্বাদনা কর। (২৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করাবেন

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ

অ 'আমিলুছ্ছোয়া-লিহা-তি জ্বান্নাতিন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ইয়ুহাল্লাওনা ফীহা মিন্

তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণের

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ

আসাওয়িরা মিন্ যাহাবিঁও অ লু''লুওয়া অলিবা-সুহুম্ ফীহা-হারীর্। ২৪। অহুদূ ~ ইলাত্ত্বোয়ায়্যিবি

কাঁকন ও মুক্তা পরিধান করান হবে, আর তথায় তাদের লেবাস হবে রেশমের। (২৪) এবং তাদের পবিত্র বাক্যের অনুগামী

مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ

মিনাল্ ক্বওলি অহুদূ ~ ইলা-ছির-ত্বিল্ হামীদ্। ২৫। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অইয়াছুদ্দূনা

করা হয়েছিল, এবং তারা পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথ প্রাপ্ত হয়েছিল।(২৫) নিঃসন্দেহে যারা কাফের, এবং বাধা প্রদান করে

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ

'আন্ সাবীলিল্লা-হি অল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-মিল্লাযী জ্বা'আল্না-হু লিন্না-সি সাওয়া — য়ানিল্ 'আ-কিফু

আল্লাহর পথে ও মসজিদুল হারাম হতে, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান করে দিয়েছি,

فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ

ফীহি অল্ বা-দ্; অমাইঁ ইয়ুরিদ্ ফীহি বিইল্হা-দিম্ বিজুল্মিন্ নুযিক্বহু মিন্ 'আযা- বিন্ আলীম্। ২৬। অ ইয্

আর যারা সেখানে পাপ করতে ইচ্ছা করে আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। (২৬) আর যখনই আমি

بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

বাওয়্যা''না-লিইব্রা- হীমা মাকা-নাল্ বাইতি আল্লা-তুশ্রিক্বী শাইয়াঁও অ ত্বোয়াহ্হির্ বাইতিয়া লিত্ত্বোয়া — য়িফীনা

ইব্রাহীমকে কা'বা ঘরে স্থান দিলাম, (তখন বললাম) আমার সঙ্গে কাকেও শরীক করো না; আর আমার এ গৃহকে পবিত্র রেখ

শানেনুযূল ঃ আয়াত–২৫ ঃ একদা নবী কারীম (ছঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসকে একজন আনসারী ও জনৈক মুহাজিরের সঙ্গে একস্থানে পাঠিয়ে ছিলেন। পথ চলতে চলতে এক সময়ে তারা পরস্পরের সাথে বংশগত মর্যাদা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আনসারী লোকটিকে হত্যা করে ফেলে এবং সে মুর্তাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাফসীরে কাবীরে আছে, আলোচ্য আয়াত আবু সুফিয়ান প্রমুখ যারা হযরত রসূলে কারীম (ছঃ)কে ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে নাযিল হয়।

وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٧﴾ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا

অল্ক্ব — য়িমীনা অর্ রুক্কা'ইস্ সুজ্ব্দ্। ২৭। অ আয্যিন্ ফিন্না-সি বিল্হাজ্জ্বি ইয়া''তূকা-রিজ্বা-লাঁও
তাওয়াফকারী, নামাযী ও রুকূ সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা প্রদান করে দাও; লোকেরা

وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٨﴾ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

অ 'আলা-কুল্লি দ্বোয়া-মিরিইঁ ইয়া'' তীনা মিন্ কুল্লি ফাজ্জিন্ 'আমীক্ব্। ২৮। লিইয়াশ্হাদূ মানা-ফি'আ লাহুম্ অইয়ায্কুরুস্
পদব্রজে এবং ক্ষীণকায় উটের পিঠে করে দূর দূরান্ত হতে তোমার কাছে আসবে।(২৮) যেন তারা কল্যাণময় স্থানে হাযির হতে

اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا

মাল্লা- হি ফী ~ আইয়্যা-মিম্ মা'লূ মা-তিন্ 'আলা-মা-রযাক্বহুম্ মিম্ বাহীমাতিল্ আন্'আ-মি ফাকুলূ মিন্হা-
পারে এবং প্রদত্ত জন্তুর ওপর নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর নাম নিতে পারে, যা তাদেরকে তিনি রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অতঃপর তা

وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا

অআত্ব্ইমুল্ বা — য়িসা ল্ ফাক্বীর্। ২৯। ছুম্মাল্ ইয়াক্বূদ্বূ তাফাছাহুম্ অল্ইয়ূফূ নুযূরহুম্ অল্ইয়াত্ত্বোয়াওঅফূ
হতে খাও আর যারা দুঃস্থ অসহায় তাদেরকে খাওয়াও।(২৯) তারপর তারা যেন অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, মান্নত পূর্ণ করে, মুক্ত ঘরের

بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٠﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ

বিল্ বাইতিল্ 'আতীক্ব্। ৩০। যা-লিকা অমাইঁ ইয়ু 'আজ্জিম্ হুরুমা-তিল্লা-হি ফাহুওয়া খাইরুল্লাহূ 'ইন্দা রব্বিহ্;
(কা'বা) তাওয়াফ করে, (৩০) এটাই বিধান, যে আল্লাহর বিধানের মর্যাদা রক্ষা করে, তার রবের কাছে তার জন্য উত্তম;

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

অউহিল্লাত্ লাকুমুল্ আন্'আ-মু ইল্লা-মা ইয়ুত্লা- 'আলাইকুম্ ফাজ্ব্তানিবুর্ রিজ্ব্সা মিনাল্ আওছা-নি
আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনান হয়েছে, অপবিত্র প্রতিমা

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣١﴾ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

অজ্ব্তানিবূ ক্বওলায্ যূর্। ৩১। হুনাফা — য়া লিল্লা-হি গইরা মুশ্রিকীনা বিহ্; অমাইঁ ইয়ুশ্রিক্ বিল্লা-হি
হতে বাঁচ, মিথ্যা পরিহার কর। (৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকে আর তার সাথে শরীক না করে; আর যে আল্লাহর

فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ

ফাকাআন্নামা–খর্র মিনাস্ সামা — য়ি ফাতাখ্ত্বোয়াফুহুত্ব্ ত্বোয়াইরু আও তাহ্ওয়ী বিহির্ রীহু ফী মাকা-নিন্
সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ হতে ছিটকে পড়ল আর পাখি ছোঁ মারল, অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে দূরে নিয়ে

سَحِيْقٍ ﴿٣٢﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٣﴾ لَكُمْ

সাহীক্ব্। ৩২। যা-লিকা অমাইঁ ইয়ু'আজ্জিম্ শা'আ — য়িরাল্লা-হি ফাইন্নাহা-মিন্ তাক্ব্ওয়াল্ কুলূব্। ৩৩। লাকুম্
গেল। (৩২) এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর বিধানের মর্যাদা দিলে তা-ই মনের তাক্ওয়া। (৩৩) তাতে

৪ ع ৮ ১১ রুকু

فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٤﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ

ফীহা- মানা-ফি'উ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ছুম্মা মাহিল্লুহা ~ ইলাল্ বাইতিল্ 'আতীক্ব্ । ৩৪ । অলিকুল্লি উম্মাতিন্
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, অনন্তর তাদের কুরবানীর স্থান মুক্ত ঘরের পাশে। (৩৪) আর আমি

جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ

জ্বা'আল্না-মান্সাকা ল্লিইয়ায্ কুরুস্ মাল্লা-হি 'আলা-মা-রযাক্বহুম্ মিম্ বাহীমাতিল্ আন্'আ-ম্; ফাইলা-হুকুম্
প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী রাখলাম, যেন আল্লাহ প্রদত্ত জন্তুর ওপর যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে,

إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُٓ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

ইলা-হুঁও অ-হিদুন্ ফালাহূ ~ আস্লিমূ; অবাশ্শিরিল্ মুখ্বিতীন্ । ৩৫ । আল্লাযীনা ইযা-যুকিরাল্লা-হু অজ্বিলাত্
তোমাদের ইলাহ্ই এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা তাঁকেই মান, বিনীতদেরকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) তাদের মন 'আল্লাহ' স্মরণে

قُلُوبُهُمْ وَالصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ

ক্বুলূবুহুম্ অছ্ছোয়া-বিরীনা 'আলা-মা ~ আছোয়া-বাহুম্ অল্মুক্বীমিছ্ ছলা-তি অমিম্মা –রযাক্ব্না-হুম্
ভয়ে প্রকম্পিত হয়, আর বিপদ আপতিত হলে ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে

يُنفِقُونَ ﴿٣٦﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا

ইয়ুন্ফিক্বূন্ । ৩৬ । অল্ বুদ্না জ্বা'আল্না-হা-লাকুম্ মিন্ শা'আ — য়িরিল্লা-হি লাকুম্ ফীহা-খইরুন্ ফায্ কুরুস্মা
খরচ করে। (৩৬) আর উটকে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করলাম, তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে। সুতারাং তোমরা

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ

ল্লা-হি 'আলাইহা-ছওয়া — ফ্ফা ফাইযা-অজ্বাবাত্ জ্বুনূ বুহা-ফাকুলূ মিন্হা-অআত্ব্ 'ইমুল্ ক্বা-নি'আ
সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাতে আল্লাহর নাম লও, তা ভূপাতিত হলে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল ও যাঞ্চাকারীদের

وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا

অল্ মু'তার্; কাযা-লিকা সাখ্খর্না-হা- লাকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্ । ৩৭ । লাইঁইয়ানা-লাল্লা-হা লুহূমুহা-
অভাবগ্রস্থকেও, এভাবেই তা তোমাদের অধীন করলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৩৭) আর আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না

وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا

অলা-দিমা — য়ুহা- অলা- কিঁ ইয়ানা-লুহু ত্তাক্ব্ওয়া- মিন্কুম্; কাযা-লিকা সাখ্খরহা-লাকুম্ লিতুকাব্বিরুল্
তার গোশত ও রক্ত, পৌঁছে শুধু তাক্ওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিলেন, যেন এ হিদায়াতের

শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৩৭ ঃ হজ্জ ইসলামের পূর্বেও ছিল; কিন্তু ইসলামের পূর্বের হজ্জে কাফেররা বহু কুসংস্কার এবং শিরক অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তন্মধ্যে কোরবানীর গোশ্ত বায়তুল্লায় জড়িয়ে দিত এবং তার দেয়ালে রক্ত লেপন করে দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর সমস্ত কু-সংস্কার নির্মূল করে কা'বা গৃহকে পাক পবিত্র করে ইবাদতের রঙ্গে সুশোভিত করা হয়। মুসলমানরা যখন প্রথম হজ্জব্রত পালনে আসলেন, তখন তাঁরাও কা'বা শরীফকে পূর্ব প্রথানুযায়ী কোরবানীর রক্ত মাংস দিয়ে প্রলেপ দিতে উদ্যত হলে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ

লা-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম্; অবাশ্‌শিরিল্ মুহ্‌সিনীন্। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদা-ফি'উ 'আনিল্লাযীনা আ-মানূ ;

কারণে তোমরা তাঁরই মহত্ব প্রচার কর। নেককারদের সুসংবাদ দাও।(৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ হেফাজত করেন মু'মিনদেরকে;

রুকু ১২ ● তিন চতুর্থাংশ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٩﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ

ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্ব্ কুল্লা খাওয়্যা-নিন্ কাফূর্। ৩৯। উযিনা লিল্লাযীনা ইয়ুক্ব-তালূনা বিআন্নাহুম্ জুলিমূ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন প্রতারকও কাফেরকে ভালবাসেন না।(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, নিহতদের সম্প্রদায় মাযলূম হওয়াতে

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ

অ ইন্নাল্লা-হা 'আলা-নাস্‌রিহিম্ লাক্বাদীর্। ৪০। নিল্লাযীনা উখ্‌রিজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ বিগইরি হাক্ব্‌কিন্

আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যারা বহিষ্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে বাড়ি হতে; তারা শুধু বলত, আমাদের

إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ

ইল্লা ~ আইঁ ইয়াক্বূলূ রব্বুনাল্লা-হ্ অলাওলা-দাফ্'উল্লা-হি ন্না-সা বা'দ্বোয়াহুম্ বিবা'দ্বিল্লা-হুদ্দিমাত্

রবতো আল্লাহই; আর যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে দিয়ে অন্য দল প্রতিহত না করতেন, তবে আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয়

صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ

ছওয়া-মি'উ অবিয়া'উওঁ অ ছলাওয়া-তুওঁ অমাসা-জ্বিদু ইয়ুয্‌কারু ফীহাস্‌মুল্লা-হি কাছীর–; অলা-ইয়ান্ ছুরন্নাল্

ও মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত, যেগুলোতে অধিক হারে 'আল্লাহ' ধ্বনিত হয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে সাহায্য

اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

লা-হু মাইঁ ইয়ান্‌ছুরুহ্; ইন্নাল্লা-হা লাক্বওয়িয়্যুন্ 'আযীয্। ৪১। আল্লাযীনা ইম্ মাক্কান্না-হুম্ ফিল্ আরদ্বি

করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে (দ্বীনকে)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত।(৪১) আমি তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে

أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ

আক্ব-মুছ্ ছলা-তা অআ-তায়ুয্ যাকা-তা অ আমারূ বিল্ মা'রূফি অ নাহাও 'আনিল্ মুন্‌কার্; অ লিল্লা-হি

তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান করবে; তাদের কর্মের পরিণাম

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ

'আ-ক্বিবাতুল্ উমূর্। ৪২। অইঁ ইয়ুকায্‌যিবূকা ফাক্বদ্ কায্‌যাবাত্ ক্ববলাহুম্ ক্বওমু নূহিঁও অ

আল্লাহরই হাতে। (৪২) আর আপনাকে যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছে নূহ,

আয়াত–৩৯ ঃ কাফেরদের অত্যাচার অবিচার চরমে পৌঁছলে অসহায় নির্যাতিত ছাহাবারা রাসূল (ছঃ)-এর দরবারে ফরিয়াদ করতেন। হুযূর (ছঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন এবং এ বলে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন যে, এখনও জিহাদের হুকুম দেয়া হয় নি। অতঃপর হিজরত করে যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন বদলা ও প্রতি আক্রমণমূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত আদেশের ভিত্তিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত–৪১ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাদের উপর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ কার্যকর করা বিশেষ প্রয়োজন– (১) নামায কায়েম করা, (২) যাকাত আদায় করা (৩) সৎকাজের আদেশ দেয়া, (৪) অসৎ কাজে নিষেধ করা।

عَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٣﴾ وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٤﴾ وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۚ

'আ-দুঁও অ ছামূদ্। ৪৩। অক্বওমু ইব্রা-হীমা অক্বওমু লূত্ব্। ৪৪। অ আছ্হা-বু মাদ্ইয়ানা অ কুয্যিবা

আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়। (৪৩) আর ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়। (৪৪) আর মাদ্ইয়ানের অধিবাসীরা মূসাকেও মিথ্যা বলেছে,

وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

মূসা-ফাআম্লাইতু লিল্কা-ফিরীনা ছুম্মা আখয্তুহুম্ ফাকাইফা কা-না নাকীর্।

সুতরাং আমি সুযোগ প্রদান করেছি কাফেরদেরকে এবং অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি, কেমন ছিল ঐ শাস্তি?

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴿٤٥﴾

৪৫। ফাকাআইয়িম্ মিন্ ক্বর্ইয়াতিন্ আহ্লাক্না-হা-অহিয়া জোয়া-লিমাতুন্ ফাহিয়া খ-ওয়িয়াতুন্ 'আলা-'উরূ শিহা-

(৪৫) অতঃপর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল জালিম; এসব জনপদ ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, এবং

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ

অ বি''রিম্ মু'আত্ত্বোয়ালাতিঁও অক্বাছ্রিম্ মাশীদ্। ৪৬। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্দ্বি ফাতাকূনা লাহুম্

কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কত বড় বড় প্রাসাদসমূহ অকেজো হয়ে গেল।(৪৬) তারা কি দেশ ভ্রমণে গমন করেনি? তা হলে

قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ

ক্বূলূবুই ইয়া'ক্বিলূনা বিহা ~ আও আ-যা-নুঁই ইয়াস্মা'ঊনা বিহা-ফাইন্নাহা-লা-তা'মাল্ আব্ছোয়া-রু

তারা বুদ্ধিসম্পন্ন মনের অধিকারী হতে পারত অথবা তারা এমন কর্ণ পেত যা শোনার যোগ্য। কেননা, চোখ আর তো তাদের

وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ

অলা-কিন্ তা'মাল্ক্বুলূবু ল্লাতী ফিছ্ছুদূর্। ৪৭। অ ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা বিল্ 'আযা-বি

অন্ধ নয়, বরং বক্ষে অবস্থিত তাদের অন্তরই অন্ধ। (৪৭) আর তারা আপনার কাছে তড়িৎ শাস্তি প্রার্থনা করে, অথচ

وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

অলাইঁ ইয়ুখ্লিফাল্লা-হু ওয়া'দাহ্; অ ইন্না ইয়াওমান্ 'ইন্দা রব্বিকা কাআল্ফি সানাতিম্ মিম্মা- তা'উদ্দূন্।

আল্লাহ কখনও ভংগ করেন না প্রতিশ্রুতি। নিঃসন্দেহে তোমাদের রবের একদিন তোমাদের হিসেবের হাজার বছরের সমান।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

৪৮। অ কায়াইয়িম্মিন্ ক্বর্ইয়াতিন্ আম্লাইতু লাহা-অহিয়া জোয়া-লিমাতুন্ ছুম্মা আখয্তুহা-অইলাইয়্যাল্ মাছীর্।

(৪৮) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি, যার অধিবাসীরা ছিল জালিম তারপর পাকড়াও করেছি, আমার কাছেই ফিরবে।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

৪৯। ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু ইন্নামা ~ আনা লাকুম্ নাযীরুম্ মুবীন। ৫০। ফাল্লাযীনা আ-মানূ অ

(৪৯) আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫০) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং

৬ ع ১০ ১৩ রুকু

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا

'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অরিয্কুন্ কারীম্। ৫১। অল্লাযীনা সা'আও ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-

নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫১) আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ

مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا

মু'আজ্বিযীনা উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জ্বাহীম্। ৫২। অমা ~ আর্সাল্না-মিন্ ক্বব্লিকা মির্ রসূলিঁও অলা-

করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারাই জাহান্নামী। (৫২) আর আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, যখনই

نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي

নাবিয়্যিন্ ইল্লা ~ ইযা-তামান্না ~ আল্ক্বশ্ শাইত্বোয়া-নু ফী ~ উম্নিয়্যাতিহী, ফাইয়ান্সাখুল্লা-হু মা-ইয়ুল্ক্বিশ্

তাদের কেউ কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে; তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় সন্দেহ সৃষ্টি করে দিত, তবে শয়তানের সৃষ্ট সন্দেহ

الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٣﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي

শাইত্বোয়া-নু ছুম্মা ইয়ুহ্কিমুল্লা-হু আ-ইয়াতিহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৫৩। লিইয়াজ্'আলা মা-ইয়ুল্ক্বিশ্

আল্লাহ দূর করেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতকে দৃঢ় করেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৫৩) যেন শয়তানের উদ্ভাবিত

الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ

শাইত্বোয়া-নু ফিত্নাতা ল্লিল্লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বঁও অল্ক্ব-সিয়াতি ক্বুলূবুহুম্; অইন্নাজ্

সন্দেহকে এমন লোকদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয় কঠিন। আর

الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٤﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

জোয়া-লিমীনা লাফী শিক্ব-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ৫৪। অলিইয়া' লামাল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা আন্নাহুল্ হাক্ব্কু মির্

বাস্তবিকই জালিমরা রয়েছে সুদূর মতভেদে লিপ্ত। (৫৪) এজন্য যে, তাদের অন্তরে বোধশক্তি রয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে,

رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

রব্বিকা ফাইয়ু'মিনূ বিহী ফাতুখ্বিতা লাহূ ক্বুলূবুহুম্; অ ইন্নাল্লা-হা লাহা- দিল্লাযীনা আ-মানূ ~

এটা প্রেরিত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, ফলে তোমরা মু'মিন হবে এবং অন্তর বিনত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদেরকে

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمْ

ইলা-ছির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৫৫। অলা-ইয়াযা-লুল্লাযীনা কাফারূ ফী মির্ইয়াতিম্ মিন্হু হাত্তা-তা''তিয়াহুমুস্

সরল পথে পরিচালিত করেন। (৫৫) আর কাফেররা তাতে সন্দেহ পোষন করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের নিকট

টীকা-১। আয়াত-৫১ ঃ অর্থাৎ যারা আমার কোরআনের আয়াতসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নবীকে পরাস্ত করতে এবং নিজে সত্যবাদী হতে ইচ্ছা করে, তারা জাহান্নামী। (মুঃ কোঃ) আয়াত- ৫২ ঃ যখন কোন নবী রাসূল কোন কথা বলতেন বা আয়াত পাঠ করতেন তখনই শয়তান ঐ কথায় বা আয়াতে নানা প্রকারের সন্দেহ প্রবেশ করাত। যেমন– মৃত ভক্ষণ হারাম এ আয়াত নাযিল হলে শয়তানের প্ররোচনায় কাফেররা বলেছিল, চমৎকার তো নিজেরা মেরে আহার করা যায়। আর আল্লাহ যদি মারে, তবে তা হারাম হয়ে যায় ইত্যাদি। আল্লাহ সুদৃঢ় আয়াত নাযিল করে যদি তাদের এসব অমূলক অপনোদন করতেন। (ফাওঃ ওছঃ)

السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

সা-'আতু বাগ্তাতান্ আও ইয়া''তিয়াহুম্ 'আযাবু ইয়াওমিন্ 'আক্বীম্। ৫৬। আল্মুল্কু ইয়াওমায়িযিল্লিল্লা-হ্;
আকস্মিককভাবে কেয়ামত আগমন করবে অথবা আসবে এক অমঙ্গল দিনের শাস্তি। (৫৬) সেদিন আধিপত্য আল্লাহরই,

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম্; ফাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলূছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফী জ্বান্না-তি ন্না'ঈম্।
তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য হবে সুখকর জান্নাত।

ع ৯ ১৪ রুকু ৭

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ

৫৭। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ফাউলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ৫৮। অল্লাযীনা
(৫৭) আর যারা কাফের ও আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৫৮) এবং যারা

هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ

হা-জ্বারূ ফী সাবীলিল্লাহি ছুম্মা ক্বুতিলূ ~ আও-মা তূ লাইয়ার্যুক্বান্নাহুমুল্লা-হু রিয্ক্বান্ হাসানা;
আল্লাহর পথে হিজরতকারী, পরে আহত হয়েছে বা মারা গিয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা প্রদান করবেন।

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ

অইন্নাল্লা-হা লাহুঅ খইরুর্ র-যিক্বীন্। ৫৯। লাইয়ুদ্খিলান্নাহুম্ মুদ্খলাই ইয়ার্দ্বোয়াওনাহ্; অইন্নাল্লা-হা
আর আল্লাহ্ই উত্তম রিয্কিদাতা। (৫৯) তিনি তাদেরকে অবশ্যই তাদের পছন্দনীয় স্থানে দাখিল করবেন, নিঃসন্দেহে

لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

লা'আলীমুন্ হালীম্। ৬০। যা-লিকা অমান্ 'আ-ক্বাবা বিমিছ্লি মা-'উক্বিবা বিহী ছুম্মা বুগিইয়া 'আলাইহি
আল্লাহ তা'আলা মহা জ্ঞানী, সহনশীল। (৬০) এটাই; প্রাপ্ত যুলুমের প্রতিশোধ নিয়ে পুনঃ মাযলূম হলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই

لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي

লা-ইয়ান্ ছুরান্নাহুল্লা-হ্ ;ইন্নাল্লাহা লা'আফুয়্যুন্ গফূর্। ৬১। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা ইয়ূলিজুল্ লাইলা ফিন
সাহায্য করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। (৬১) আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রবেশ করান রাতকে

النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

নাহা-রি অইয়ূলিজুন্ নাহা-রা ফিল্লাইলি ওয়াআন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাছীর্। ৬২। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা
দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ'জন্যও যে,

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

হুওয়াল্ হাক্ক্বু অআন্না মা-ইয়াদ্'ঊন মিন্ দূনিহী হুওয়াল্ বা-ত্বিলূ অআন্না ল্লা-হা হুওয়াল্ 'আলিইয়ুল্
আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করে ওরা একেবারেই বাতিল, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই

الْكَبِيرُ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

কাবীর্। ৬৩। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাতুছ্‌বিহুল্ আর্‌দ্বু
মহিমান্বিত। (৬৩) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাণ, যাতে যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে, নিশ্চয়ই

مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

মুখ্‌দ্বোয়ার্‌রহ্; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন্ খবীর্। ৬৪। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্ব;
আল্লাহ তা'আলা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, মহাজ্ঞানী। (৬৪) যা কিছু রয়েছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁরই,

৮ ع ৭ ১৫ রুকু

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

অইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল্ গানিইয়ুল্ হামীদ্। ৬৫। আলাম্ তার আন্নাল্লা-হা সাখ্‌খার লাকুম্ মা-ফিল্ আর্‌দ্বি
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৬৫) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ আপনাদের আয়ত্বাধীন করেছেন

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

অল্‌ফুল্‌কা তাজ্‌রী ফীল্ বাহ্‌রি বিআম্‌রিহ্; অইয়ুম্‌সিকুস্ সামা — য়া আন্ তাক্বা'আ 'আলাল্ আর্‌দ্বি
পৃথিবীর সব বস্তুকে ও তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত সামুদ্রিক যানকে; তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, যেন অনুমতি ছাড়া

إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ

ইল্লা-বিইয্‌নিহ্ ইন্নাল্লা-হা বিন্না-সি লারায়ূফুর্ রহীম্। ৬৬। অহুওয়াল্লাযী ~ আহ্‌ইয়া-কুম্
যমীনে পতিত না হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু, করুণাময়। (৬৬) এবং তিনি তোমাদের জীবন দিলেন, পরে

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٧﴾ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا

ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়ুহ্‌য়ীকুম্; ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাকাফূর্। ৬৭। লিকুল্লি উম্মাতিন্ জ্বা'আল্‌না-
তিনিই মৃত্যু দিবেন। আবার জীবন দিবেন, মানুষ মাত্রই অকৃতজ্ঞ।(৬৭) প্রত্যেক দলের জন্য আমি ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারণ

مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ

মান্‌সাকান্ হুম্ না-সিকূহু ফালা-ইয়ুনা-যি'উন্নাকা ফিল্ আম্‌রি ওয়াদ্'উ ইলা-রব্বিক; ইন্নাকা
করি দিয়েছি, সেভাবে তারা পালন করে, এ ব্যাপারে যেন আপনার সঙ্গে তর্ক না করে; আপনার রবের প্রতি ডাকুন,

لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ☆

লা 'আলা-হুদাম্ মুস্‌তাক্বীম্। ৬৮। অইন্ জ্বা-দালূকা ফাক্বুলিল্লা-হু 'আলামু বিমা-তা'মালূন্।
নিঃসন্দেহে আপনি সু-পথেই আছেন। (৬৮) এ সত্ত্বেও তারা তর্ক করলে বলুন, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন।

আয়াত-৬৭ঃ অনেক কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জন্তু সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হত। তারা বলত তোমাদের দ্বীনের এ বিধান আশ্চর্যজনক যে, যেই বস্তুকে তোমরা নিজ হাতে হত্যা কর তা তো হালাল, আর যে জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুদান করেন। তাদের এ বিতর্কের জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নারীর শরীয়তের জন্য যবেহের বিধান আলাদা রেখেছেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহেও মৃত জন্তু খাওয়া হারাম ছিল। সুতরাং তাদের জন্য এরূপ ভিত্তিহীন কথার উপর নির্ভর করে নবীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে "মানসাক" শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। (তাফঃ রূঃ মাঃ, মাঃ কোঃ)

﴿٦٨﴾ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ

৬৯। আল্লা-হু ইয়াহ্‌কুমু বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা-কুন্‌তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফূন্। ৭০। আলাম্ তা'লাম্
(৬৯) আল্লাহ পরকালে সে বিষয় মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ। (৭০) আপনি কি জানেন না যে,

اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ

আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা —য়ি অল্‌আরদ্ব্; ইন্না যা-লিকা ফী কিতা-ব্; ইন্না যা-লিকা
আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন, নিঃসন্দেহে সবকিছু এ গ্রন্থে আছে; আর একাজ

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ৭১। অ ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লাম্ ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী সুল্‌ত্বোয়া-নাঁও অমা-লাইসা
আল্লাহর জন্য খুবই সহজ; (৭১) আর তারা আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করতেছে যার সম্পর্কে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল

لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

লাহুম্ বিহী 'ইল্‌ম্ ; অমা–লিজ্‌জোয়া-লিমীনা মিন্ নাছীর্। ৭২। অইযা-তুত্‌লা 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-;
করেন নি, যার ব্যাপারে তারা জানেও না, আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) তাদের কাছে স্পষ্ট আয়াত তুলে

بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ

বাইয়্যিনা-তিন্ তা'রিফু ফী উজূহিল্ লাযীনা কাফারুল্ মুন্‌কার্; ইয়াকা-দূনা ইয়াস্‌ত্বূনা বিল্লাযীনা
ধরলে আপনি দেখবেন কাফেরদের মুখে ঘৃণার ভাব, আর যারা তাদের সামনে আয়াত পাঠ করে তাদের উপর তারা হামলা

يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ

ইয়াত্‌লূনা 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিনা- কুল্ আফায়ুনাব্বিয়ুকুম্ বিশার্‌রিম্ মিন্ যা-লিকুম্; আন্না-র্; অ 'আদাহা ল্লা-হুল্
করতে উদ্যত হয়; বলুন, তোমাদেরকে কি এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর সংবাদ অবগত করার? দোযখই ; আর এ প্রতিশ্রুতি

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٢﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا

লাযীনা কাফারূ; অবি''সাল্ মাছীর্।৭৩। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু দ্বুরিবা মাছালুন্ ফাস্‌তামি'উ
কাফেরদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তা কত নিকৃষ্ট বাসস্থান! (৭৩) হে মানুষ! একটি উপমা শুন। তোমরা আল্লাহকে

৯ ع ৮ ১৬ রুকু

لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا

লাহ্; ইন্নাল্লাযীনা তাদ্'উ না মিন্ দূনিল্লা-হি লাইঁ ইয়াখ্‌লুকূ যুবা-বাঁও অলাওয়িজ্‌তাম'উ
বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান কর তারা সকলে একত্র হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না; আর যদি মাছিও তাদের

لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ

লাহ্; অ ইঁইয়াস্‌লুব্‌হুমুয্ যুবা-বু শাইয়া ল্লা-ইয়াস্ তান্‌ক্বিযূহু মিন্‌হু; দ্বোয়া'উফাত্বোয়া-লিবু
নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবুও তারা তা উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না; উপাসক ও উপাস্য তারা উভয়ে

وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٤﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অল্মাত্লূব্। ৭৪। মা-ক্বদারু ল্লা-হা হাক্ব্ক্ব ক্বদ্রিহ্; ইন্নাল্লা-হা লাক্বওয়্যিুন্ 'আযীয্।
অতিব দুর্বল। (৭৪) তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা দেয় না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। আল্লা-হু ইয়াছ্ত্বোয়াফী মিনাল্ মালা — য়িকাতি রুসুলাঁও অ মিনান্না-সি্ ইন্নাল্লা-হা সামীউ'ম্
(৭৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ দূত নির্বাচন করেন ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সব কিছু শুনেন,

بَصِيرٌ ﴿٧٦﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

বাছীর্। ৭৬। ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম্ অমা-খালফাহুম্; অইলা ল্লা-হি তুর্জ্বা'উল্ উমূর্।
দেখেন। (৭৬) তিনি জানেন, তাদের সামনের ও পেছনের সব কিছু। আর সব কিছু আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا ﴿٧٧﴾

৭৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুর্ কা'উ অস্জ্বুদূ ওয়া'বুদূ রব্বাকুম্ অফ্'আলুল্
(৭৭) হে লোকেরা! তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা রুকূ ও সিজদা কর, আর তোমাদের রবের দাসত্ব কর, আর

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٨﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

খইর লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৭৮। অ জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি হাক্ব্ক্বা জ্বিহা -দিহ্; হুওয়াজ্ব্তাবা-কুম্
সৎকর্ম কর, যেন সফলকাম হতে পারে।(৭৮) আর তোমরা আল্লাহর পথে যথার্থভাবে জিহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ

অমা-জ্বা'আলা আলাইকুম্ ফিদ্দীনি মিন্ হারাজ্ব; মিল্লাতা আবীকুম্ ইব্রা-হীম্; হুঅ ছাম্মা-কুমুল্
বাছাই করলেন, দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেন নি, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীনের

الْمُسْلِمِينَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

মুস্লিমীনা মিন্ ক্বাব্লু অফী হাযা-লিয়াকূনার্ রাসূলু শাহীদান্ 'আলাইকুম্
উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; তিনিই তোমাদেরকে মুসলিম' নাম প্রদান করলেন পূর্বেও আর এখনও; যেন রাসূল তোমাদের জন্য

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۖ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অ তাকূনূ শুহাদা — য়া 'আলান্ না-সি ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা অ আ-তুয্ যাকা- তা
সাক্ষী হন এবং তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার। অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর,

ع ১০ ৬ ১৭ রুকূ

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۖ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

অ'তাছিমূ বিল্লা-হ্; হুঅ মাওলা-কুম্ ফানি'মাল্ মাওলা-অনি'মান্নাছীর্।
আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ ধর, তিনি তোমাদের মাওলা, তিনি তোমাদের জন্য কতই না উত্তম মাওলা, উত্তম সাহায্যকারী।